সংবাদ

তারিখ 3 SEP 2009
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

বৃহস্পতিবার ১৯ ভাদ্র ১৪১৬
Thursday 3 September 2009

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান উপেক্ষা করে আবার টেন্ডারবাজিতে ছাত্রলীগ

গত সোমবার এক আলোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রী ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজি থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। মহাজোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর দেশে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজি বেড়ে গেছে। আর বেশিরভাগ চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজিতে জড়িত হয়ে পড়েছে ছাত্রলীগ। তাদের অব্যাহত চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজি এবং একে কেন্দ্র করে অন্তর্কলহের কারণে এক পর্যায়ে সংগঠনটির প্রধানের পদ থেকে সরে দাঁড়ান প্রধানমন্ত্রী। সে ঘটনার পর ধারণা করা হয়েছিল ছাত্রলীগের অপতৎপরতা বন্ধ হবে। কিন্তু বাস্তবে এর উল্টোটাই ঘটেছে। ছাত্রলীগ চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজিতে এখন লাগামহীন হয়ে পড়েছে। এ কারণেই প্রধানমন্ত্রী আবারও এই ছাত্র সংগঠনের কাছে চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজি থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা সাড়া দেবে কি না সেটাই দেখার বিষয়। তবে এ নিয়ে আশাবাদী হওয়ার মতো কোন নিদর্শন সংগঠনটি রাখতে পারেনি। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানের পরদিন মঙ্গলবার রাজধানীতে আবারও টেন্ডারবাজি করেছে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা। সংবাদ-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, আগারগাঁওয়ে জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে ছাত্রলীগের বাধার মুখে ১ কোটি ১০ লাখ টাকার টেন্ডার সিডিউল জমা দিতে পারেনি একটি প্রতিষ্ঠান। আরেকটি প্রতিষ্ঠান টেন্ডার জমা দিলেও পরে তা আর টেন্ডার বাক্সে খুঁজে পাওয়া যায়নি। অভিযোগ উঠেছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা টেন্ডারটি সরিয়ে ফেলেছে। বোঝা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে তাদের বোধোদয় হয়নি। এর আগেও তারা প্রধানমন্ত্রীর হুশিয়ারি কানে তোলেনি। এর মধ্য দিয়ে চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজিতে তাদের বেপরোয়া মনোভাবই প্রকাশ পায়।

ধমক, হুশিয়ারি বা আহ্বান জানিয়ে চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজি প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না। সরকার যদি মনে করে সৎ বাক্য বলে চাঁদাবাজ-টেন্ডারবাজ যুবলীগ-ছাত্রলীগ ক্যাডারদের সুপথে আনা যাবে তবে তা ভ্রান্তিবিলাসে পরিণত হবে। কেবল কথায় যে চিঁড়ে ভেজে না তা ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। এজন্য আইনি পদক্ষেপ নেয়া জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজিসহ সব ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। অপরাধী যারাই হোক বিধি অনুযায়ী তাদের শাস্তি বিধান করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর কঠোর নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সে নির্দেশ পালন করছে বলে মনে হয় না। চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজি বন্ধে, যানজট নিরসনে, বিদ্যুৎ সরবরাহে ইত্যাদিতে একের পর এক প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিচ্ছেন। কিন্তু নির্দেশ অনুযায়ী কোন কাজ হচ্ছে না। নইলে এসব পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ঘটত। কোন দুর্ভোগ থেকেই নাগরিকদের মুক্তি মেলেনি। আর সবকিছুতেই যদি সরকার প্রধানের নির্দেশের প্রয়োজন পড়ে তবে অন্যদের কাজটা কী? রাষ্ট্রের দেয়া সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে তারা কী দায়িত্ব পালন করছেন? শুধু 'কঠোর ব্যবস্থা' নেয়া হবে বললেই তো আর দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। এ কথাটা এখন ফাঁকা বুলিতে পরিণত হয়েছে। ছাত্রলীগের চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজি চলছে ফ্রি স্টাইলে। হাইওয়েতে চাঁদাবাজি চলছে। এ কারণে দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বগতি হয়ে পড়েছে। সাধারণ ব্যবসায়ীরা চাঁদাবাজদের উৎপাতে ব্যবসা করতে পারছেন না। খোদ সরকার প্রধানের আহ্বান যখন উপেক্ষিত হয়, নির্দেশ পালন করা না হয় তখন সাধারণ মানুষের হতাশাই বাড়ে।